কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 19 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৮ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মূল ফটকে তালা দিল ছাত্রলীগের পদবঞ্চিতরা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

দুই দিন পর মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের এক বছর মেয়াদি কমিটি। মাত্র দুই দিন সময় হাতে রেখে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ২০১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন দিয়েছে। এর প্রতিবাদে পদবঞ্চিতরা মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

ঘোষিত কমিটির সভাপতি আলমগীর টিপু ও সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বী সুজনকে রেখে সহসভাপতি পদে ২৬ জন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ৯ জন ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ৯ জনের নামসহ ২০১ জন সদস্যের নাম প্রকাশ করা হয় কমিটিতে। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসেন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে গতকাল সোমবার সকাল ১০টায় এ তথ্য জানানো হয়।

জানা যায়, গত বছরের ১০ জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগে আলমগীর টিপুকে সভাপতি এবং ফজলে রাব্বী সুজনকে সাধারণ সম্পাদক করে দুই সদস্যবিশিষ্ট আংশিক কমিটি ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। আংশিক কমিটির পরপরই পূর্ণাঙ্গ কমিটি এবং হলভিত্তিক কমিটি করার কথা থাকলেও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এ বি এম মহিউদ্দিনের অনুসারী চবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বী সুজনের সঙ্গে বর্তমান মেয়র আ জ ম নাসিরের অনুসারী চবি ছাত্রলীগের সভাপতি আলমগীর টিপু অনুসারীদের একের পর এক সংঘর্ষের জের ধরে গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ তারিখ কমিটি স্থগিত করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। ওই সময় চবি ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদককে সংঘর্ষের কারণ দর্শাতেও বলা হয়েছিল। পরবর্তী সময় স্থগিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে মে মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা জমা দিতে বলা হলেও নির্দিষ্ট সময়ে কেন্দ্রে তালিকা জমা দিতে পারেনি তারা।

এদিকে সদ্য অনুমোদিত কমিটিতে পদবঞ্চিত ও আশানুরূপ পদ না পাওয়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে। গতকাল দুপুর ২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় মূল ফটকে তালা লাগিয়ে দেয় তারা। পাশাপাশি দুপুর আড়াইটার শহরগামী শাটল ট্রেনটি ১০ মিনিট আটকে রাখে। পরে এক ঘণ্টা পর বিকেল ৩টার দিকে মূল ফটকের তালা খুলে দেয়।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক মো. মামুন বলেন, 'যারা ক্যাম্পাসে গ্রুপিং-মারামারিতে একাধিক মামলার আসামি তাদেরই বেছে বেছে পদ দেওয়া হয়েছে। যারা ক্যাম্পাসকে শিবিরমুক্ত করতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে তারাই আজ কমিটির বাইরে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমিটি সংশোধন করে প্রকৃত ছাত্রলীগ এবং ত্যাগীদের কমিটিতে নিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সেক্রেটারিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'